171618 - প্রমোদের জন্য শিকার করার হুকুম, প্রজনন ও বাচ্চা জন্ম দেওয়ার মওসুমে শিকার

প্রশ্ন

শখের বশে ও বিনোদনের জন্য শিকার করা কি শরীয়তে জায়েয? প্রজনন ঋতুতে পাখি শিকারের হুকুম কী? আমি শুনেছি এটা জায়েয নেই। এটা যদি সত্য হয়ে থাকে, তার অর্থ জালালি কবুতর শিকার করা নিষিদ্ধ, কেননা এটা সারা বছর প্রজনন করে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

শিকার দুই রকমের হয়ে থাকে:

এক:

শিকারকৃত প্রাণী থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য শিকার। সেটা খাওয়া, বিক্রি করা, অভাবীদের দান করা, বন্ধু-আত্মীয়দের উপহার দেওয়া ছাড়াও উপকৃত হওয়ার নানা উপায় হতে পারে। আলেমদের ইজমা বা সর্বসম্মত অভিমত: এটা মুবাহ বা বৈধ।

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন: এটার বৈধতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহ তার কিতাবে একে হালাল করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ মর্মে সুন্নাহ সাব্যস্ত হয়েছে এবং মুসলিমরাও এ মর্ম ইজমা (ঐকমত্য) পোষণ করেছেন। [আশ-শারহুল মুমতি (১৫/৯৮) থেকে সমাপ্ত]।

দুই:

কেবল বিনোদন, খেলা-তামাশা বা প্রমোদের জন্য শিকার। এক্ষেত্রে শিকারী শিকার করার পর শিকারকৃত পশু ছেড়ে দেয়, এর থেকে কোনোভাবে উপকৃত হয় না।

এ ধরনের শিকার কিছু আলেমের মতে মাকরূহ। আবার কেউ কেউ এটা হারাম হওয়ার মতের দিকে ঝুঁকেছেন।

এই পশু মাকরূহ হওয়ার পক্ষে দলীল হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কেউ যদি অধিকার না দিয়ে চড়ুই পাখি হত্যা করে, আল্লাহ তাকে সেটার জন্য

জজ্ঞিাসা করবনে।” জজ্ঞিাসা করা হল, এর অধকিার কী? তনিি উত্তর দলিনে: “এর অধকিার হলো এটাকে যবহে করে খাওয়া এবং মাথাকে নক্ষিপে না করা।” [হাদীসটি নাসাঈ (৪৩৪৯) ও দারমেী (১৯৭৮) বর্ণনা করছেনে। যাহাবী মুহায্যাব বইয়ে (৭/৩৬১৪) বলছেনে: এর সনদ ‘উত্তম’। ইবনুল মুলাক্কনি আল-বদরুল মুনীর (৯/৩৭৬) বইয়ে এটাকে ‘সহহি’ বলছেনে। ইবনে কাসীর ইরশাদুল ফকীহ (১/৩৬৮) বইয়ে এটাকে ‘হাসান’ বলছেনে। শাইখ আলবানী সহীহুত তারগীবে (১০৯২) এটাকে ‘হাসান’ বলছেনে।]

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলনে: “এটা মাকরূহ। যদি এই কাজকে হারাম বলা হয়, তাহলওে সে মতটার গ্রহণযোগ্যতা থাকে। কারণ এটা অনর্থক কাজ। এতে অর্থ-সম্পদ ও সময় নষ্ট হয়।” [আশ-শারহুল মুমতি (১৫/৯৮) থকেে সমাপ্ত]।

হাফযে ইবনে হাজার আসকালানী বলনে: “যদি শকিাররে দ্বারা উপকৃত হওয়ার উদ্দশ্যে না থাকে, তাহলে সটো হারাম। কারণ তখন সটো অনর্থক প্রাণ সংহাররে মাধ্যমে যমীনে বশিৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অন্তর্ভুক্ত হয়।” [ফাতহুল বারী (৯/৬০২) থকেে সমাপ্ত]।

ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ (২২/৫১২)-তে আছে: “নছিক খলে-তামাশা ও বনিোদনরে জন্য হত্যা করা নষিদ্ধি। কারণ এতে অর্থ-সম্পদ নষ্ট হয় এবং পশুকে কষ্ট দওেয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজ করতে নষিধে করছেনে।” [সমাপ্ত]।

বস্তিারতি জানতে (152261) নং প্রশ্নরে উত্তর দখো যতেে পার।ে

দুই:

প্রজনন বা বাচ্চা জন্ম দওেয়ার মওসুমে শকিার করতে নষিধোজ্ঞা প্রদান করে এমন কোনো শরয়ী বক্তব্য আমাদরে জানা নইে। এ সময়ে শকিার করা মৌলকি বধৈতার হুকুমে থকেে যাব।ে

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলনে: “বাহ্যকি শরয়ী বধিান অনুযায়ী এটা জায়যে। তবে উত্তম হলো বাচ্চা জন্ম দওেয়ার সময়ে যনে তাকে হত্যা না করা হয়। অর্থাৎ বাচ্চাগুলোর অবস্থান জানার পরই শুধু শকিার করব।ে শকিার করার পর বাচ্চাগুলো নয়িে আসব।ে তারপর সগেুলোও যবাই করে উপকৃত হব।ে” [ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্দারব (১/৭৫) থকেে সমাপ্ত]।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম আলুশ শাইখকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি: কছিু শকিার বা পাখি যদি সন্তানসম্ভবা হয় অথবা সগেুলোর যদি বাচ্চা থাকে, তাহলে সগেুলো কি ছড়েে দওেয়া উচতি?

তনিি উত্তর দনে: “আমি এ প্রসঙ্গে কছিু শুনন;ি (অর্থাৎ আমি এমন কোনো শরয়ী দলীল জানি না যটো এই ধরনরে শকিার ত্যাগ করতে বল)ে। তবে বাচ্চার মা এমন পাখি ছড়েে দওেয়ার মাঝে কছিু কল্যাণ আছ।ে এটাই উপযুক্ত কাজ। কন্তিু এই

শকিার হারাম হবে না।” [ফাতাওয়া ওয়া-রাসাইলুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম (১২/২২৩) থকেে সমাপ্ত]।

কছিু আলমে এমন মা-পাখি শকিার করাকে মাকরূহ বলছেনে, যগেুলোর ছোটে বাচ্চা তাদরে মুখাপক্ষেী।

ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দাইমাহ-তে এসছে: “বাচ্চার মা হত্যা করা কংিবা মায়রে পরচির্যার মুখাপক্ষেী এমন বাচ্চা থাকা অবস্থায় বাচ্চার মাকে জীবতি অবস্থায় নয়িে নওেয়া জায়যে হবে না।” [ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ (২২/৫১২) থকেে সমাপ্ত]।

শাইখ ইবনে জবিরীন রাহমিাহুল্লাহ তায়ালা বলনে: “যে সমস্ত পাখরি ছোটে ছোটে বাচ্চা আছ,ে সগেুলো শকিার করা মাকরূহ। কারণ এর মাধ্যমে বাচ্চাগুলোর ক্ষতি করা হয়। অনুরূপভাবে ছোটে থাকা অবস্থায় বাচ্চা নয়িে নওেয়া মাকরূহ। কারণ এমন কাজ করে বাচ্চাগুলোর মাকে কষ্ট দওেয়া হয়। আল্লাহ মায়রে স্বভাবে তাদরে প্রতি মমতা সৃষ্টি করে দয়িছেনে।

তবে যদি মা-পাখি শকিার করে বাচ্চাগুলো নয়িে নয়ে, তাহলে বাহ্যত তাতে নষিধোজ্ঞা নইে। কারণ যে শকিারকৃত পশু বা পাখি খাওয়া যায়, সটো শকিার করা মৌলকিভাবে বধৈ।” [সমাপ্ত]।

সারকথা:

প্রজনন আর বাচ্চা জন্ম দওেয়ার সময়ে কংিবা ছোটে বাচ্চা আছে এমন পাখি শকিার করা বধৈ, এতে কোনো সমস্যা নইে। যদওি এই কাজ ছড়েে দওেয়াই উত্তম।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।